Rs. 2.00
মূল্য : ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VII Issue : I,15th, April, 2019 বৈশাখ, ১৪২৬,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডাঃ বি. আর আম্বেদকর
জন্ম - ১৪এপ্রিল,১৮৯১
প্রয়াণ - ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

শুভ নববর্ষ-১৪২৬
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন

১৩মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবী শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তীকে সম্মাননা জানাচ্ছেন সহ সভাপতি শ্রী অশোক রঞ্জন ধর।

১৩ মার্চ ২০১৯ ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মবার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিবরণ

রিপোর্টার - স্নেহাংশু চাকদার

১৩ই মার্চ ২০১৯ বুধবার বিকাল ৫.৩০ মিনিটে ডাঃ কৃষ্ণা হালদার-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহন করেন সহ-সভাপতি শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। অনুষ্ঠানের শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং উপস্থিত সদস্যগণ দাড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সভাপতি বলেন পারিবারিক অসুবিধার জন্য আমাদের সভাপতি ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য সম্পাদক উপস্থিত হতে পারেননি, তাই অদ্যকার সভার সভাপতির দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হচ্ছে। আশা করি আমরা সকলে মিলে অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারব। তিনি বলেন সভাপতির অনুপস্থিতে প্রবীণবার্তায় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লিখিত তার বক্তব্যটি পাঠ করছি। তাছাড়া প্রবীণবার্তায় সম্পাদকের কলমে লিখিত বক্তব্যটিও পাঠ করেন এবং বলেন আজকের সভা সঞ্চালনায় দায়িত্ব সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংশু চাকদার পালন করবেন।

পরবর্তীতে কোটনিস স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি বিজয় বসু আকুপাংচার মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইতকে মঞ্চে আহ্বান জানান শ্রী স্নেহাংশু চাকদার

Scanned by CamScanner

এবং তার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী বর্ণনা করেন। তারপর ডাঃ গাঁতাইতকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন সভাপতি শ্রী অশোক রঞ্জন ধর।

ডাঃ গাঁতাইত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন গত বছর অক্টোবরে ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির, পশ্চিমবঙ্গ-এর সাতজনের প্রতিনিধিদল নিয়ে চিনে গিয়েছিলাম নয় দিনের জন্য। উপলক্ষ্য ছিল চিনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের (১৯৩৮-১৯৪৩) ৮০ বছর পূর্তি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষ চন্দ্র বসুর উদ্যোগে ১৯৩৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ভারত থেকে পাঁচজন চিকিৎসক (ডাঃ মদনমোহন লাল অটল, ডাঃ চোলকার, ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু ও ডাঃ দেবেশ মুখার্জী) এবং চিকিৎসার সরঞ্জামসহ মেডিকেল মিশন চিনে পাঠানো হয়েছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমনে বিপর্যস্ত চিনা জনগনকে সাহায্যের জন্য। পাঁচজনের একজন ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস চিনের মাটিতেই মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৯৪২ সালে। চিনের শিচিয়াচুয়াং শহরে ডাঃ কোটনিস স্মারক প্রদর্শনীগৃহ এবং মেডিকেল মিশন স্মারক গৃহ নির্মিত হয়েছে। আমাদের দেশে মেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ বিজয় বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ডাঃ কোটনিশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি ১৯৭৩ সাল থেকে কোটনিসের আদর্শে জনগণের সেবা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলছে।

চিনের জনগণের সংগ্রামে সাহায্য করতে কানাডা থেকে এসেছিলেন ডাঃ নর্মান বেথুন। ডাঃ বেথুন চিনে আসার আগে স্পেনেও কাজ করেছেন ফ্যাসিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণের সংগ্রামে। ফ্যাসি-বিরোধী আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিয়ে স্পেনের রণাঙ্গনে কাজ করেছিলেন। সেখান থেকে চিনে এসেছিলেন। বেথুন ডাক দিয়েছিলেন আহতদের আসার জন্য অপেক্ষা না করে আহতদের কাছে যাও। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি থেকেই তিনি হাসপাতাল চালাতেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর তৈরী এই হাসপাতালের নাম চিন—চা-চি পশ্চাৎবর্তী হাসপাতাল। ডাঃ বেথুনের সঙ্গে কাজ করার জন্য চিনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কার্যালয় ইয়েনান থেকে ভারতীয় মেডিকেল মিশনের ডাঃ কোটনিসকে পাঠানো হয়। দুর্গম পাহাড়ী পথ, জাপানী শত্রুসেনার আক্রমন এড়িয়ে আসতে সময় লাগছিল। পথিমধ্যে খবর এল ডাঃ বেথুন মারা গেছেন। চিনের প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে কাজ করতে করতে একটা অস্ত্রোপচার করার সময় ডাঃ বেথুনের হাতের আঙ্গুল কেটে যায়। সেই কাটা জায়গায় দূষিত ক্ষত হয়ে বেথুনের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে। তিনি ডাঃ নর্মান বেথুনের আরও বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেন। গত বছর ২১ অক্টোবর তিনি ও টিমের আরও সদস্যসহ চিন গিয়েছিলেন। সেখানকার বেথুন স্মৃতি আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালের কথা এবং কি ধরণের চিকিৎসা হচ্ছে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঐ হাসপাতালে ১৬০ জন বিদেশী চিকিৎসক কাজ করছেন। বেথুনের আদর্শে এই হাসপাতাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেডিকেল সাহায্য পাঠায়।

তারপর বেথুনের আদর্শে গঠিত আমাদের বেথুন ইন্সটিটিউট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার তিনি বেথুন ইন্সটিটিউট-এর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সংস্থা কি ধরণের কাজ করছে তা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক, দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিসেবাসহ নানাবিধ সাহায্যের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বেথুনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্থায় উন্নতিকল্পে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত। প্রবীণদের কল্যাণে

Scanned by CamScanner

কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের নিকট পরামর্শ প্রদান করেন এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় পরামর্শ দেন।

তারপর শুরু হয় সম্মানীয় অতিথিদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। যাদের সম্মাননা জানানো হয় তারা হলেন শ্রী সুনীল দাস (জয়া), শ্রী রাজেশ্বর ব্যানার্জী (জয়া), শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (লেখক ও সমাজসেবী), শ্রী প্রদীপ কুমার লাহিড়ী (নাগরিক আন্দোলনের কর্মী), শ্রীমতি হিমানী সেন (প্রখ্যাত বেতার শিল্পী)। একে একে তাদেরকে মঞ্চে আহ্বান জানান শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী পাঠ করেন।

শ্রীমতি হিমানী সেন অসুস্থ থাকার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর স্বামী শ্রী সঞ্জয় সেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে ফুলের তোড়া, স্মারক, উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে শ্রী হিমানী সেন-এর সম্মাননা প্রদান করা হয়। যাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও শ্রী প্রদীপ কুমার লাহিড়ী। তারা বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজের প্রশংসা করেন এবং সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে সংস্থার উন্নয়নকল্পে যথাসম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরবর্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি সর্বাণী সাহা ও ডাঃ কৃষ্ণা হালদার। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতি পুতুল মৈত্র ও অমিতা মন্ডল। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী সনৎ লাহিড়ী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার।

—ঃ একটি গান ঃ—

জগৎ বসু

উৎসবে মেতেছে হুজুক বাঙালী
সারা বছর সাহেবিয়ানা আজ সেজেছে বাঙালী,
'মা'-কে মা বলে নাকো, বাবাকে বাবা।
মা - কে মাম্মী বাপকে ড্যাডি যে না বলে সে হাবা।
বিদেশী কালচারে মজে বাঙালী।
বাংলা পোষাক পরে নাকো পরে জিন্‌স কুর্তা,
বাবা মাকে দেখে নাকো, পোষে ডালকুত্তা,
বাঙালী সাজবার ঢং খালি।
ইংরাজী হিন্দি বুলির খই মুখে ফোটে,
মাতৃভাষার ব্যবহার মুখে নাই মোটে,
বাংলাকে দিয়েছে জলাঞ্জলি।।

—ঃ রক্তিম সুদিন ঃ—

নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী

জন্মটা দেখিনি
মৃত্যু একটা অনুভব
বুঝিনি এখনো। তবু
শত মৃত্যু যন্ত্রনায় ভুগছি প্রতিদিন —
নরকের দহন —
সৃজন ক্ষমতার ব্যর্থতা।
আহার নিদ্রা কাম কামনা —
জীবন নয়।
আনন্দের উৎসগুলো —
আচ্ছন্ন বেদনায়।
কোথায় সে প্রাণ কণাগুলো —
জ্বলন্ত অমলিন,
যন্ত্রণার বিষাক্ত বিদ্বেষ
পরিব্যাপ্ত সর্বত্র।
আলোর ব্যপ্তি বড়মলিন —
হে মহাজীবন আর একবার
ফিরিয়ে দাও
সংগ্রাম কঠিন
রক্তাক্ত সুদিন।

Scanned by CamScanner

—ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ঃ—

অশোক রঞ্জন ধর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জন-জাগরণ ও বৈপ্লবিক কর্ম-কান্ড বন্ধ করতে ব্রিটিশ সরকার ১৮ মার্চ, ১৯১৯ দমন-পীড়ন মূলক "রাওলাট আইন প্রবর্তন করে। এই আইনের বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। দিল্লী ও পাঞ্জাবে পুলিশ জনতা সংঘর্ষ ভয়ানক আকার ধারণ করায় অবস্থা সামলে দিতে গান্ধিজি দিল্লী রওয়ানা দিলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বোম্বাই পাঠিয়ে দেন। সরকার অমৃতসরের দুই নেতা ডঃ কিচলু ও ডঃ সত্য পালকে গ্রেপ্তার করলে (১০ এপ্রিল) ও গান্ধিজির গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ক্ষিপ্ত জনতা বিভিন্ন সরকারী অফিস, টেলিগ্রাফ লাইন; ইউরোপীয় নারী পুরুষের উপর আক্রমণ করে।

পাঞ্জাবের প্রশাসক গর্ভনর মাইকেল ও ডায়ার অমৃতসরের শাসনভার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। নেতৃত্বে থাকে জেনারেল ডায়ার।

১৩ এপ্রিল, ১৯১৯, রবিবার, বৈশাখী পূর্ণিমা। ঐদিন অমৃতসরে মেলা বসে। জালিয়ানওয়ালা বাগে প্রতিবাদ সভায় দলে দলে (১০ হাজারের বেশী) লোক জমায়েত হয়। উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত ঐ বাগে একটি মাত্র প্রবেশপথ। বেরোবার জন্য ৪টি খুবই সরু গলিপথ। জেনারেল ডায়ার ২৫ জন রাইফেল ধারী শিখ, ২৫জন গোর্খা, ৪০ জন খুকরী ধারী সৈন্য ও ১টি ছোট কামানবাহী গাড়ি নিয়ে বাগের প্রবেশ মুখে আসেন। সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে হুশিয়ারী না দিয়েই তিনি সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চলে। ৩৭৯ জন মারা যান। আহতের সংখ্যা ১২০০জন। বেসরকারী মতে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। এই জঘন্যতম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড' (Jallianwalabag Massacre) নামে পরিচিত।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য লর্ড হান্টারের সভাপতিত্বে ঘটিত কমিটি সরকারী কাজকে (গুলি চালান) সমর্থন করে ২৮মে রিপোর্ট জমা দেয়।

দেশে - বিদেশে সর্বত্র এই ঘটনার প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

এই নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটেছে এক শত বৎসর পূর্বে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯)। এখনও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শয়তানের বেশে মানবতার শত্রুরা ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

জালিয়ানওয়ালা বাগের শহীদদের সাথে বিশ্বব্যাপী আততায়ীদের হাতে নিহত শান্তিকামী মানুষদেরও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট কবিগুরুর প্রশ্নটি রাখছি।

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো।"

—

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হরিদাস মালাকার স্মরণে স্মারক বক্তৃতা

রিপোর্টার - গৌতম রায় চৌধুরী

গত ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হরিদাস মালাকার-এর স্মরণে এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে দুইজনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সভাপতি পেলব মুখার্জী সবাইকে স্বাগত জানান। সহ-সভাপতিদ্বয় রামরমন

Scanned by CamScanner

ভট্টাচার্য এবং গৌতম রায় চৌধুরী সংক্ষেপে নেতৃবৃন্দের ভূমিকা বর্ণণা করেন।

প্রথম বক্তা, UTUC-র রাজ্যসভাপতি অশোক ঘোষ বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কার্য্যকলাপ, বিশেষ করে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিপদের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের পরিবর্তনই শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম কাজ।

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন AICCTU - এর রাজ্য সভাপতি বাসুদেব বসু। তিনি জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বিমল চ্যাটার্জীর স্মৃতিচারণা করেন। তাঁর মতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এতই জনবিরোধী যে ব্রিটিশ আমলের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনগুলিও লোপ করতে চাইছে। এর প্রতিরোধে তিনি দলমত নির্বিশেষে সর্বদলীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে বলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ছিলেন CITU-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক অনাদি সাহু। প্রয়াত দুই নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বর্তমান অত্যাচারের মধ্যেও কিছু আলোকশিখা, যথা নাসিকের কৃষক-লংমার্চ, পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন এবং এবছরের জানুয়ারি মাসের দুইদিন ব্যাপী ভারত বন্‌ধ-এর উল্লেখ করেন। তাঁর মতে বর্তমানে কেন্দ্র — রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার পরিবর্তনই শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্য।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চন্দন নাগ চৌধুরী। আমাদের সম্পাদক দীপেশ মিত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম রায় চৌধুরী।

—ঃ সূর্যস্নান ঃ—

নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী

আমার সমস্ত শরীর
অন্ধকারে মাখামাখি
সূর্যের সাত রঙ -
সত্যি নাকি।
আমার গাটা ধুয়ে নিতে দাও —
একটা রঙ ধার চাই।
হাঁটছি বহুপথ -
স্থাবর জঙ্গম পেরিয়েছি বহুবার
সূর্যের ঠিকানাটা —
খুঁজে খুঁজে হয়রান।
পাওনাটা হাতের মুঠোয় —
এসেও আসে না।
চোখ কচ্‌লে দেখেছি
জমাট অন্ধকার
হতাশা ব্যর্থতার।
তবু সূর্য খুঁজি
প্রেম আর ভালবাসার।

—

"আমি হিন্দু" আমি মুসলমান" একথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিন্তু "আমি মানুষ" একথা কাহাকেও বলতে শুনি না। যারা মানুষ না, তারা হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক, তাদের দিয়ে জগতের কোন লাভ নেই।

(প্রতিধ্বনি চৈত্র - ১৩৭৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-ঃ স্মরণে ঃ-

*পরিমল ভট্টাচার্য্য

জন্ম - ২২ সেপ্টেম্বর - ১৯৩৩
প্রয়াণ - ১৪ মার্চ - ২০১৯

Scanned by CamScanner